দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 MAR 2009
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

॥ বাসস ও ইউএনবি ॥

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তার সরকার শিশুদের জন্য এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চায় যেখানে কোন শিশু অনাহারে থাকবে না, অপুষ্টিতে ভুগবে না, অন্যায়-অবিচারের শিকার হবে না, শিক্ষা-দীক্ষায় যোগ্য হয়ে পাবে উন্নত জীবন এবং বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। ছেলেমেয়ে সবার জন্যই ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তিনি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার ওসমানী মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক আলোচনাসভায় (২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষাকে

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, শুধুমাত্র আইন করে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এজন্য বড়দের মানসিকতার পরিবর্তন চাই। তিনি শিশুদের এ লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, তিনি বুলেট বা গ্রেনেডের ভয়ে ভীত নন, কারণ সমগ্র জাতি তার সরকারের পাশে আছে। কিন্তু বুলেট আমার পিছনে ধাওয়া করছে বলে আমার একটি সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু আমি তার তোয়াক্কা করি না। কেন করব, গোটা দেশই আমার সঙ্গে, আমার সরকারের সঙ্গে আছে। ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা ও তার ওপর অন্যান্য সন্ত্রাসী হামলার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তাকে হত্যা করার এবং গণতন্ত্র নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র এখনো চলছে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে স্বাধীনতার শত্রুরা বাংলাদেশকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু গত ২৯শে ডিসেম্বরের নির্বাচনে জনগণ আবার আমাদের ম্যান্ডেট দিয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব রোকেয়া সুলতানার সভাপতিত্বে এই আলোচনাসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিশু একাডেমীর পরিচালক শাওলী সুমন ও শিশু প্রতিনিধি ফারহান তানজিম উপমা।

প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তার অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, ছোটবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। মানুষের জন্য তার দরদ ছিল অন্তর জুড়ে। ন্যায়ের পক্ষে আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ছিল তার সহজাত প্রবৃত্তি। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই ১৯৩৮ সালে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে প্রথম জেল খেটেছিলেন। তারপর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন করতে গিয়ে বারবার শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়েন। ফলে অসংখ্যবার কারা নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলের প্রায় ১৩ বছরই তাকে জেলে কাটাতে হয়। কিন্তু অত্যাচার-অন্যায়ের কাছে তিনি কখনও মাথানত করেননি।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। তিনি প্রশ্ন করেন, কি অপরাধ ছিল আমার মায়ের, ভাই-ভাবীদের। কি দোষ করেছিল ছোট রাসেল। খুনিরা তাকেও রেহাই দেয়নি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে তারা জাতিকে কি দিয়েছে? আজো কেন শিশুরা অনাহারে থাকে, অপুষ্টিতে ভোগে, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়?

শেখ হাসিনা শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম ভালবাসার কথা উল্লেখ করে বলেন, শিশুদের সার্বিক কল্যাণের জন্যই ১৯৭৪ সালে তিনি শিশু আইন প্রণয়ন করেছিলেন। শিশুদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের দায়িত্ব নিয়েই তিনি প্রাইমারি শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিশুদের কল্যাণে নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে বলেন, সে সময় শিশুশ্রম বন্ধ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের ব্যবহার না করা, স্কুল থেকে ঝরে পড়া বন্ধ করাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। সাক্ষরতার হার ৬৪ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছিল। বিগত জোট সরকারের আমলে সাক্ষরতার হার আবারো হ্রাস পাওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিশু শ্রমও বৃদ্ধি পেয়েছে, শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কোনভাবেই আর শিশুদের ব্যবহার করা হবে না। বর্তমান শিশু নীতিকে যুগোপযোগী করে আধুনিক করা হবে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, শিশুরা আমাদের বোঝা নয়, তারা আমাদের ভবিষ্যৎ। এর পাশাপাশি তিনি প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

তিনি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের কথা উল্লেখ করে বলেন, ২০১৪ সালের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এই লক্ষ্য নিয়েই ছেলেমেয়ে সবার জন্য ডিগ্রি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হবে। যাতে ধনী-গরিব সবার সন্তানেরাই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ শিশু সনদের কথা উল্লেখ করে বলেন, এতে প্রতিটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের অধিকারের কথা বলা আছে। এই সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে তা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ, বিদেশী কূটনীতিক, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিপুলসংখ্যক শিশু উপস্থিত ছিলেন।